৩৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

এসকেএস ফাউন্ডেশন

টেকসই পরিবর্তনের লক্ষ্যে অদম্য

SKS

বিশেষ ক্রোড়পত্র | ১ ডিসেম্বর ২০২৪ | এসকেএস ফাউন্ডেশন

শুভেচ্ছা বার্তা

আজ ১ ডিসেম্বর ২০২৪। ৩৮ বছর আগে এই দিনে এসকেএস ফাউন্ডেশন- এর উন্নয়ন যাত্রা শুরু। এসকেএস ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই দারিদ্রমুক্ত ও নায্যতাভিত্তিক একটি সমাজ নির্মাণে সকল ধরনের সম্পদে জনগোষ্ঠীর অংশীদারিত্বকে সমর্থন করে যাচ্ছে। সকলের মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায্যতা প্রাপ্তিতে উৎসাহিত করে যাচ্ছে। বিগত ৩৭ বছর এসকেএস ফাউন্ডেশন এ বিষয়ে সাধারণ মানুষের আস্থা সৃষ্টিতে সমর্থ হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, শিক্ষা ও দক্ষতার উন্নয়ন, স্বাস্থ্যাসেবার দ্রুত সম্প্রসারণ ও সেবাগ্রহীতার সংখ্যা বৃদ্ধি ও মাসসম্মত সেবা প্রপ্তি নিশ্চিত করতে চাহিদাভিত্তিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং এ্যাডভোকেসি ও নেটওয়ার্কিং পরিচালনা করে যাচ্ছে।

এসকেএস ৩৭ বছরের পথ পরিক্রমায় নানা চড়াই-উতরাই পাড়ি দিয়ে একটি স্থানীয় সমাজভিত্তিক সংগঠন থেকে একটি জাতীয় পর্যায়ের উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান হিসেবে আজ প্রতিষ্ঠিত। এসকেএস ফাউন্ডেশন একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাা হিসেবে সকল ধরণের উন্নয়ন সেবা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিবান্ধব করে গড়ে তোলার তাগিদ অনুভব করে। এসকেএস এসডিজি'র লক্ষ্য অর্জনে নিজস্ব পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত নির্ধারিত খাতগুলির উপ-কর্মসূচি হিসাবে বাস্তবায়ন করে। এ লক্ষ্যে এসডিজি'র অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে দারিদ্র্য বিমোচন, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টিমান অর্জনের মাধ্যমে সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে কাজ করছে।

সকলের জন্য অন্তর্ভূক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুনগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ, জেন্ডার সমতা অর্জন, সকলের জন্য পানি ও পয়ঃনিস্কাশন সুবিধার প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ, জলবায়ু পরিবর্তন এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি কর্ম-ব্যবস্থা গ্রহণসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ বাস্তবায়নে কর্মপন্থা নির্ধারণ করে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করছে। গাইবান্ধার ভরতখালী গ্রামের হতদরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের সমস্যা সংকট সমাধানে যে ক্ষুদ্র উদ্যোগ নিয়ে সংগঠনটির যাত্রা শুরু, প্রায় সাড়ে তিনদশকের অধিক কাল ধরে নিরন্তর উন্নয়ন ধারায় লেগে ধেকে সরকার, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সহযোগী হিসেবে ভুমিকা রেখে চলেছে এসকেএস ফাউন্ডেশন।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে এসকেএস ফাউন্ডেশনের পরিচালনা পর্ষদের সকল সহকর্মী এবং সহযোগীদের প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা। সকলের ভালোবাসা আর দায়িত্বশীল কর্ম তৎপরতায় অন্তর্ভূক্তিমূলক উন্নয়নের পথে এসকেএস ফাউন্ডেশন আরও এগিয়ে যাবে এই প্রত্যাশা করি। এসকেএস ফাউন্ডেশন পরিবারের সকল সদস্য ও অংশীজনের জন্য শুভেচ্ছা ও শুভকামনা।

মুর্শেদ আলম সরকার
সভাপতি
এসকেএস ফাউন্ডেশন

এসকেএস: উন্নয়ন অভিযাত্রা ও প্রাসঙ্গিকতা

ড: অনামিকা সাহা

একটি বিশেষ জনগোষ্ঠী ও ছোট্ট একটি ভূখণ্ডে বাংলাদেশের আবির্ভাব ঘটেছে ১৯৭১ সালে। বহুমাত্রিক সমস্যা ও দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রথম থেকেই বিরাট চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয় এই দেশ। কেউ উল্লেখ করেছিলেন যে বাংলাদেশ একটি তলাবিহীন ঝুড়ি এবং কেউ উল্লেখ করেছিলেন বাংলাদেশ উন্নয়ন প্রচেষ্টার একটি পরীক্ষা। বর্তমান বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দুটি সংশয় পূর্ণ বক্তব্যই ভুল প্রমাণিত হয়েছে। অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে বাংলাদেশ উন্নয়নের একটি সন্তোষজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং দেশটিকে একটি উন্নয়নের মডেল হিসেবেই গণ্য করা যায়। বাংলাদেশের যে উন্নয়ন হয়েছে, সেটা সমসাময়িক অন্যান্য দেশের তুলনায় সন্তোষজনক। দেশের এই পথচলায় সরকারি প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং আপামর জনগণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা অপরিসীম।

বেসরকারি অবদানের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো এসকেএস ফাউন্ডেশন। যার নিরলস প্রচেষ্টায় আজকের এসকেএস ফাউন্ডেশন তিনি হলেন রাসেল আহম্মেদ লিটন। প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি ওতপ্রোতভাবে জড়িত, যেমন মানুষ ও তার ছায়া। এসকেএস ফাউন্ডেশনের অবদান এবং ভবিষ্যতের পথচলা ও কার্যক্রম আমাদের দেশকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবে। এসকেএস ফাউন্ডেশন উত্তরবঙ্গ থেকে উৎসারিত একটি বৃহৎ জাতীয় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা। যার বহুমাত্রিক কার্যক্রম উত্তরবঙ্গসহ সারাদেশের বিভিন্ন জেলায় বিস্তৃত। এসকেএস এর কর্মকৌশল এবং উন্নয়ন অভিজ্ঞতা অনুসরণ করার মত। গাইবান্ধার একটি সাধারণ জনপদ থেকে ১৯৮৭ সালে এসকেএস ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম শুরু। পরবর্তীতে এসকেএস পরিবারের সকলের ক্লান্তিহীন প্রচেষ্টা এবং গভীর চিন্তা প্রসূত দিক নির্দেশনা এসকেএসকে সামাজ পরিবর্তনের এক অমিত শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে রূপ দিয়েছে। পিছিয়ে পড়া জনপদের জনগণের দারিদ্র্য বিমোচন, ক্ষুদ্রঋণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারীর অধিকারসহ অন্যান্য নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কার্যক্রমে অবদান রাখছে এসকেএস ফাউন্ডেশন। এখানেই শেষ নয়, দেশের অন্যান্য প্রত্যন্ত অঞ্চলেও ছড়িয়ে দিচ্ছে তার কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা, কর্মকৌশল ও কাঠামো।

এসকেএস-এর কয়েকটি বিশেষ দিকের প্রতি মনোনিবেশ করা যাক। প্রথমত, অনেক প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়নকর্মী সাধারণত ছোটো-খাটো পরিসরে পরীক্ষামূলক প্রকল্প নিয়ে কাজ করেন এবং পরীক্ষা শেষেও সুনির্দিষ্ট একটি এলাকা নিয়েই তাঁদের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রাখেন। অনেক ক্ষেত্রেই কার্যক্রমের পরিধি অন্যস্থানে নিয়ে যাওয়া হয় না অথবা নিয়ে যাওয়া হলেও সেটা সফল হয় না। এর কারণ, একটি প্রকল্পের বহুবিধ দুর্বলতা অথবা সংগঠকের দক্ষতা ও দূরদর্শিতার অভাব। এসকেএস ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম এর ব্যতিক্রম। ফাউন্ডেশনটির কার্যক্রম অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও যুগোপযোগী এবং মাটি ও মানুষের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। আমি ০৭ বছরের অধিক সময় এসকেএস ফাউন্ডেশনের সাথে জড়িত। এসকেএস-এর কার্যক্রমের উদ্দেশ্য, কর্মকৌশল বাস্তবায়নের সঙ্গে ব্যবস্থাপনা, নজরদারি ও মূল্যায়নের বিরল সংযোগ আছে।

দ্বিতীয়ত, এসকেএস ফাউন্ডেশনের বিশেষ লক্ষ্য দরিদ্র ও পিছিয়েপড়া মানুষের উন্নয়ন। অর্থ, প্রশিক্ষণ, সৃজনশীলতার বিকাশ, সচেতনতা ও সংগঠন এগুলোর মাধ্যমে দরিদ্র-সুবিধাবঞ্চিত মানুষকে স্বাবলম্বী করে তুলতে অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে । নারীর ক্ষমতায়ণ, মা ও শিশুস্বাস্থ্য, পুষ্টি এসব বিষয়ে অত্যন্ত সফল কার্যক্রম গ্রহণ করে চলেছে প্রতিষ্ঠানটি। তৃতীয়ত, বৈষয়িক চাহিদা পূরণই শুধু নয়, মানুষের চিন্তার সুযোগ, কথা বলার সুযোগ, মানুষের অভিব্যক্তি ও মত প্রকাশ করার সুযোগ এগুলোও এসকেএস-এর কার্যক্রমের বিশেষ কতকগুলো দিক। সার্বিকভাবে গাইবান্ধাসহ দেশের দরিদ্র মানুষের উন্নতির অগ্রদূত হিসেবে কাজ করছে প্রতিষ্ঠানটি। চতুর্থত, শুধু আর্থ-সামাজিক উন্নয়নই নয়, প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বের একটি বিশাল সমস্যা আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব বিশেষ করে বাংলাদেশের মত জনবহুল দেশের জন্য হুমকি, সে বিষয়ে প্রতিষ্ঠানটিতে প্রকল্পভিত্তিক বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান।

এসকেএস ফাউন্ডেশনের ক্ষুদ্রঋণ ও প্রকল্পের বাইরেও গাইবান্ধা জেলায় সামাজিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও বিশেষ অবদান রয়েছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানগুলো গাইবান্ধার মানুষের জীবনমান উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখছে। এসকেএস ফাউন্ডেশন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও টেকসই উন্নয়নের ব্যাপারে সবসময় অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এসকেএস ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজ, এসকেএস নূতনকুঁড়ি বিদ্যাপীঠ, এসকেএস হাসপাতাল, এসকেএস ইন, রেডিও সারাবেলা সফল ও টেকসই হবে এবং বাস্তবেও আমরা দেখছি যে, এ প্রতিষ্ঠানগুলো সফলভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এসকেএস ফাউন্ডেশন কাজের মধ্য দিয়ে একটি দক্ষ ও নিবেদিত প্রাণ কর্মী বাহিনী গড়ে তুলেছে। মানব সম্পদ উন্নয়নে এসকেএস ফাউন্ডেশন ভূমিকাও অপরিসীম।

আজ ৩৮ তম বছরে পদার্পণ করতে যাচ্ছে এসকেএস, বর্তমান পরিস্থিতিতে সুবিধা বঞ্চিত মানুষের চাহিদা ও অগ্রাধিকারের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক থাকতে হবে প্রতিষ্ঠানকে। প্রাসঙ্গিকতার গুরুত্ব অতীতের তুলনায় কোন অংশে কম নয় আজ। বৈশ্বিক বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ আমাদের সামনে, যেমন- নগরায়ন, জলবায়ু পরিবর্তন, যুবশক্তি এবং কৃষি অনেক ক্ষেত্রে এসকেএস ইতিমধ্যে নানা ধরনের কর্মসূচি নিয়ে কাজ করছে। সামনে আরও চ্যালেঞ্জ আসতে চলেছে। এর সঙ্গে বিশ্বব্যাপী সমাজ, প্রতিষ্ঠান, এমন কী ব্যক্তিকেও লড়াই করতে হবে। সকল সৃজনশীল শক্তি ও শ্রম ব্যয় করতে হবে এমনভাবে যার দ্বারা এসকেএস যে লাখ লাখ নারী, পুরুষ ও শিশুর সঙ্গে সম্পৃক্ত তাদের সকলের জন্য কল্যাণমূলক, পরিমাপযোগ্য এবং টেকসই ফলাফল নিয়ে আসা সম্ভব হবে। শুধু তাই নয়, এর দ্বারা এসকেএস এর সামর্থ্যও বিকশিত হবে, যা কল্যাণকর পরিবর্তন আনতে কার্যকর প্রভাবক হিসেবে সংস্থাটির ভূমিকা, ধারাবাহিকতা আরও জোরদার করবে।

উপাধ্যক্ষ, এসকেএস স্কুল এ্যান্ড কলেজ।

শুভেচ্ছা বার্তা

এসকেএস ফাউন্ডেশন চরাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের নাগরিক অধিকার, অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং সামাজিক নায্যতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে হতদরিদ্রদের উন্নয়নে ৩৮ বছর আগে যাত্রা শুরু করে। এই দীর্ঘ যাত্রা ও পথ পরিক্রমায় সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থার সার্বিক সহযোগিতায় এসকেএস তার উদ্দেশ্য অর্জনে এগিয়ে যাচ্ছে। গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলার ভরতখালী গ্রামে ছোট্ট পরিসরে যে যাত্রা শুরু, সেই ক্ষুদ্র উদ্যোগ বিগত ৩৭ বছরে বাংলাদেশের ২৯টি জেলায় বিস্তৃতি লাভ করেছে। লক্ষ্যে স্থির থেকে সেই ক্ষুদ্র উদ্যোগ আজ জাতীয় পর্যায়ে একটি উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার সহযোগিতায় দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ও মানব কল্যাণে নিয়োজিত এসকেএস। মানবিক মর্যাদা, ন্যায্যতা, বাকস্বাধীনতা এবং সম্পদ অর্জনের অধিকার নিশ্চিত করে একটি দারিদ্রমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে এসকেএস তার সংকল্পে স্থির। উন্নয়ন যাত্রায় দেশের সুবিধা-বঞ্চিত মানুষের জীবনমান উন্নয়নে পাশে দাঁড়াতে পেরে এসকেএস ফাউন্ডেশন গর্বিত।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বৈশ্বিক নানান পরিবর্তন ও প্রতিকূলতা বাড়ছে। বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উন্নীত হয়েছে সাথে সাথে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বৈদেশিক সহায়তার প্রবাহ কমেছে; সহযোগিতার ধরণেও এসেছে পরিবর্তন। বর্তমানে টেকসই উন্নয়নের পথে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত ও যুদ্ধসহ অনাকাংক্ষিত নানা বিষয়; যা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে ভীষণভাবে বাধাগ্রস্ত করছে। এ সমস্ত অনাকাংক্ষিত নানা বিষয় আমাদের অর্জিত উন্নয়ন হুমকির মুখে। ফলে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন বাধাগ্রস্ত হওয়ার শংকা দেখা দিয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে দিনদিন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সংখ্যা ও মাত্রা বাড়ছে। বাড়ছে দুর্যোগে সহায়-সম্বল হারানো মানুষের সংখ্যা। এ পরিস্থিতিতে ভবিষ্যতে মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা নিশ্চিত করাই বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াচ্ছে বলে আমাদের আশঙ্কা। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় পরিবেশ সুরক্ষা এবং খাদ্য নিরাপত্তা বিষযে আমাদের আগাম প্রস্তুতি প্রয়োজন। এসকেএস বিশ্বাস করে কাউকে পেছনে ফেলে নয়, সবাইকে সাথে নিয়েই উন্নয়নকে টেকসই করতে হবে। উন্নয়নের অর্জিত সাফল্যে সবার সমান অধিকার। এসকেএস ফাউন্ডেশন অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে আগামীতেও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর পাশে থেকে, সুবিধাবঞ্চিতদের স্বার্থ সুরক্ষায় কাজ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

এসকেএস ফাউন্ডেশন-এর ৩৭ বছরের পথপরিক্রমায় সরকারি-বেসরকারি নীতি-নির্ধারক ও পরিকল্পনাকারী, বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ, বেসরকারি পর্যায়ে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ, গণমাধ্যম, সুশীলসমাজ ও স্টেকহোল্ডারগণ, বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও সহযোগিতায় এসকেএস ফাউন্ডেশন কৃতজ্ঞ। কর্মসূচি অংশগ্রহণকারী ও সংশ্লিষ্ট অংশীজন আমাদের সকল প্রেরণার উৎস। সবার সাথে কার্যকর যোগাযোগ ও আন্তঃসম্পর্ক বজায় রেখে এসকেএস ফাউন্ডেশন তার উন্নয়ন ধারা অব্যাহত রাখতে সচেষ্ট রয়েছে। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে এসকেএস- এর পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক শুভেচ্ছা!

রাসেল আহম্মেদ লিটন
নির্বাহী প্রধান
এসকেএস ফাউন্ডেশন

আমার দেখা এসকেএস ফাউন্ডেশন

কে এম রেজাউল হক

প্রায় ৪০ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। গাইবান্ধা জেলার অন্যতম বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা এসকেএস ফাউন্ডেশন। দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় ১৯৮৭ সালে রোপিত চারা এসকেএস এখন মহীরুহু। গাইবান্ধাভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রমে এসকেএস ফাউন্ডেশন-এর অবদান অসামান্য। সংস্থাটি চিকিৎসা, শিক্ষা ও বিনোদনের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান ভূমিকা রেখে চছেছে। সাথে সাথে সরকারিসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে গাইবান্ধার উন্নয়নে সহযোগী হওয়ার আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। সকলের সার্বিক প্রচেষ্টা থাকলে গাইবান্ধাকে অবশ্যই একটি উন্নত জেলায় রূপান্তর খুব একটা কঠিন কাজ হবে না। যা বলছিলাম, এসকেএস ফাউন্ডেশনের বর্তমান কাঠামোগত উন্নয়নের ঈর্ষণীয় অবয়ব ৪০ বছর আগে এত মসৃণ ছিল না।

আজ ভাবতে অবাক লাগে এই সংগঠনের সুতিকাগার ছিল গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলার একটি প্রত্যন্ত গ্রাম। শুরুতে সমাজ কল্যাণ সংস্থা (এসকেএস) নামে সংগঠনটি অবহেলিত মানুষের সমাজসেবার ব্রত নিয়ে একটি ছোট সমিতির মাধ্যমে এর অগ্রযাত্রা। নিজস্ব অর্থায়নে কিছু নিবেদিতপ্রাণ যুবকদের স্বেচ্ছাশ্রমের অবদান এই এসকেএস ফাউন্ডেশন।

অগ্রপথিকের চলার পথ সবসময়ই দুর্গম এবং বন্ধুর। এই গুরু দায়িত্বটি কাঁধে নেন তৎকালীন উদীয়মান যুবক রাসেল আহম্মেদ লিটন। সেই সময় অনেক যুবকই সহযোগী হয়েছেন আবার অনেকেই পিছুটান দিয়েছেন। এসব এক আলাপচারিতায় তার কাছ থেকে শোনা।

নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর মতো এ সংগঠনের জন্য শ্রম, সময় এবং অর্থব্যয় পারিবারিকভাবে ছিলো অপছন্দের। তারপরেও রাসেল আহম্মেদ লিটন পিছপা হননি। তার অবিচল লক্ষ্য এবং অধ্যবসায় এসকেএসকে এই পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। আমি দুর্ভাগ্যজনকভাবেই সাংবাদিকতার সাথে জড়িত হয়েছি। দুর্ভাগ্য বলছি এই কারণে, যে আমার একাডেমিক ক্যারিয়ারে সংবাদিকতার লেশমাত্র ছিল না। মূলত আমার বিষয় ছিল ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন। জাতিসংঘের মতো প্রতিষ্ঠানে পাওয়া চাকরি হেলায় হারিয়েছি। সাংবাদিকতা পেশায় আর যাই হোক আর্থিক স্বচ্ছলতা কখনও আসেনি।

যাইহোক আমি সাংবাদিকতা শুরু করেছি বাংলাদেশ টাইমস পত্রিকায়। পরবর্তীতে ডেইলি স্টার পত্রিকায় ছিলাম দীর্ঘদিন। ইংরেজি পত্রিকায় জড়িত থাকার সুবাদে দেশি-বিদেশি অনেক এনজিওদের সাথে সখ্যতা ছিল।

সে সময় গাইবান্ধায় প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ছিল ছিন্নমূল মহিলা সমিতি। যার কর্ণধার ছিলেন প্রয়াত আনোয়ার হোসেন। তার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমার উপস্থিতি ছিল একরকম বাধ্যতামূলক। কোনো ওজর আপত্তি কার্যকর হতো না। আনোয়ার হোসেনের অকাল মৃত্যুতে তার প্রতিষ্ঠানটি নাজুক অবস্থায় পতিত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে উন্মেষ ঘটে গণ উন্নয়ন কেন্দ্র, সমাজ কল্যাণ সংস্থা আর একতা নামে এই তিনটি বেসরকারি সংগঠন।

আগেই বলেছি ইংরেজি পত্রিকায় সাংবাদিকতার বদৌলতে প্রায় প্রত্যেকটি এনজিওর কাছে আমার একটা আলাদা গ্রহণযোগ্যতা ছিল।

যাহোক সে সময়ে এনজিও হিসেবে গণ উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রভাব ছিল একটু বেশি এবং মাঝেমধ্যেই বিভিন্ন অনুষ্ঠানের কারণে যেতে হতো। এমনই এক অনুষ্ঠানের রাসেল আহম্মেদ লিটনের সাথে পরিচয় এবং উভয়ের গ্রামের নিবাস যেহেতু সাঘাটা উপজেলা কাজেই খুব দ্রুতই আমরা ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠি। এরই মাঝে লিটন সাহেব আমাকে একদিন দাওয়াত দিলেন তার ভরতখালীস্থ প্রতিষ্ঠানটি দেখার জন্য। আমার মনে নেই সম্ভবত প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী হতে পারে। সাথে আরো দুই একজন ছিলেন। সেবারেই প্রথম, এর আগে এসকেএস এর কার্যালয়ে আসা হয় নাই। বর্তমান ভরতখালীতে ট্রেনিং সেন্টার এর মেইন গেট থেকে পূর্ব দিকে যে টিনশেড ঘরটি আছে তখন শুধুমাত্র ওই ঘরটি ছিল এসকেএস এর কার্যালয়। সামনে নিচু জায়গায় তখন মাটি দিয়ে ভরাট করা হচ্ছিল। যথারীতি অনুষ্ঠান শেষ হলো, দুপুরের খাবার মেনু ছিল চাল-ডালের খিচুড়ি; এতে প্রায় ৬০-৭০ জন লোকের সমাবেশ। সর্বোপরি লিটন সাহেবের আতিথিয়তা ছিল মনোমুগ্ধকর।

বিভিন্ন কর্মসূচি ও অনুষ্ঠানে চ্যাংদোলা করে হলেও আমাকে নিয়ে যেতেন রাসেল আহম্মেদ লিটন। মনে আছে তার একটা পুরনো মোটরসাইকেল ছিলো, সেটাতে প্রায়ই আমাকে বাসা থেকে তুলে নিয়ে যেত বিভিন্ন কর্মসূচির ভেন্যুতে। জানিনা বেচারা মোটরসাইকেলটির অবস্থা কী হয়েছে। বর্তমানে এসকেএস ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয়ে যারা দায়িত্ব পালন করছেন তাদের কাছে এসব হয়ত নিছক গল্প হিসেবে প্রতীয়মান হতে পারে। কিন্তু এটিই বাস্তবতা, আজকে এসকেএসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা যে সুযোগ সুবিধা এবং স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্য দিয়ে দায়িত্ব পালন করছেন, এসকেএসের শুরুর দিকে রাসেল আহম্মেদ লিটনের জীবনটা অত মসৃণ ছিল না। বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থা পাড়ি দিতে তাকে অসম্ভব সংগ্রাম করতে হয়েছে।

আমাদের দৈনিক মাধুকর পত্রিকার এক সময়ের নির্বাহী সম্পাদক তপন চৌধুরীর সাথে আলাপচারিতায় বলেছেন, 'আসলে লিটন ভাইয়ের সাথে আমার পরিচয় অনেক আগের। তার সবচেয়ে বড় গুণ হচ্ছে অমায়িক ব্যবহারের মাধ্যমে যে কাউকে সন্মোহিত করতে পারেন। এই এসকেএস দাঁড় করাতে তাকে যথেষ্ঠ কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে।' তিনি আরো জানালেন, 'আমি মতিউর প্রেস এর দোকানে রাতে ঘুমাতাম তো মাঝেমধ্যে রাতে লিটন ভাই আমাকে ডেকে তুলতেন আর দুজন ঘুমাতাম। হয় উনি সকালে ঢাকা যাবেন অথবা ঢাকা থেকে অনেক রাতে গাইবান্ধায় নামতেন। কাজেই তার সাথে আমার সম্পর্কটা কেমন ছিল তা বলে বোঝানো যাবে না। 'সত্যি কথা বলতে কি রাসেল আহম্মেদ লিটন তার কঠিন অধ্যাবসায় দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছেন এসকেএস ফাউন্ডেশন। এখন যার সুফল ভোগ করছেন গাইবান্ধাবাসী।

লিখতে বসে অনেক আগের কথা মনে পড়ছে। সে সময় বন্যার প্রকোপে চরবাসীদের দুর্দশা ছিল অবর্ননীয়। অক্সফাম জিবি গাইবান্ধা জেলায় রিভার বেসিন প্রকল্প চালু করে। প্রকল্পটি গণ উন্নয়ন কেন্দ্র, সমাজ কল্যাণ সংস্থা এবং একতা একইসাথে বাস্তবায়ন শুরু করে। আমি কিছুদিনের জন্য অক্সফামের মিডিয়া কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করার সুযোগ পাই। আমার সহকর্মী একজন ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক। আমাকে প্রতিটি এনজিও কার্যক্রম পরিদর্শন করে প্রতিবেদন ডেইলি স্টারে ছাপাতে হতো।

পর্যায়ক্রমে যেদিন এসকেএস এর কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়, সেখানে রাসেল আহম্মেদ লিটন সার্বক্ষণিক উপস্থিত থেকে আমাদের সার্বিক সহযোগিতা করেছেন। এরকম অনেক প্রকল্প কর্মসূচির উপরে বহু প্রতিবেদন ছাপাতে আমি কখনই দ্বিধা করিনি। যাইহোক তার সাথে আমার অজস্র স্মৃতিকথা আছে যা এই স্বল্প পরিসরে বলা সম্ভব নয়।

যা লেখার উদ্দেশ্যে এই প্রয়াস তা হল এসকেএস ফাউন্ডেশনের অভূতপূর্ব সাফল্যের পেছনে যার সর্বোচ্চ অবদান তিনি সংস্থার কর্ণধার রাসেল আহম্মেদ লিটন। প্রত্যন্ত তৃণমূল থেকে উঠে আসা মানুষটির এখন শুধু দেশে নয় আন্তর্জাতিক বলয়ে তার বিচরণ। কিন্তু নিজের জেলা গাইবান্ধার প্রতি তার প্রচন্ড দুর্বলতা। গাইবান্ধার উন্নয়নে তার ভূমিকা অনস্বীকার্য। ইতোমধ্যে জেলাকে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি চিকিৎসা, শিক্ষা, বিনোদনের ক্ষেত্রে অসামান্য ভূমিকা রেখেছে তা অবশ্যই অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত।

এ ব্যাপারে একটু বলতে হয় রাসেল আহম্মেদ লিটনের সাথে আমার সম্পর্কটা বড় ভাই ছোট ভাই আবার তা কখনও হয়ে যায় বন্ধু। আজ পর্যন্ত আমার প্রতি তার সম্মানের এতটুকু ঘাটতি আমি দেখিনি। তার সম্মোহনী ব্যক্তিত্ব যে কাউকে কাছে টানতে পারে। প্রচার বিমুখ রাসেল আহম্মেদ লিটন নিজেকে আড়াল করে রাখতেই অভ্যস্ত। তবে তার কাজে একনিষ্ঠতা, সুদুরপ্রসারী চিন্তা-চেতনা, লক্ষ্যে উপনিত হওয়ার দৃঢ় মনোবল ও আত্মপ্রত্যয় থাকার কারণে এসকেএস একটি ঈর্ষণীয় পর্যায়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানের অংশীজনের সংখ্যা ২০ লাখের উপরে। প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে ৩,৫২৬ জনের। অনাগত ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠানটির কলেবর আরও সমৃদ্ধ হোক এবং জেলার উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা রাখবে এই প্রত্যাশা আমাদের।

সাবেক সভাপতি, গাইবান্ধা প্রেসক্লাব

SKS HOSPITAL | SKS Eye Hospital | SKS School & College ESTD-2017
SKS Resource Centre | SKS Inn | SKS Nutonkuri Bidyapith ESTD-2005
দৈনিক মাধুকর www.emadhukar.com | Radio Sarabela 98.8 FM | SKS Printers

বাস্তবসম্মত পরিকল্পনায় গড়ে উঠেছে এসকেএস এর সেবা-প্রতিষ্ঠানগুলি

মোদাচ্ছেরুজ্জামান মিলু

সেই ১৯৮৭ সাল থেকে এসকেএস ফাউন্ডেশন সঠিক ও বাস্তবায়নযোগ্য পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের মাঝে বিভিন্ন সেবা প্রদানের মধ্যদিয়ে। পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জও মোকাবেলা করতে হয়েছে। এসকেএস ফাউন্ডেশন উন্নয়নভিত্তিক কাজের লক্ষ্যে সম্পৃক্ত অংশগ্রহণকারীদের সাথে দিনে দিনে গড়ে তুলেছে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি সেতুবন্ধন। মৌলিক মূল্যবোধগুলি এসকেএস ফাউণ্ডেশনের অন্যতম ভিত্তি। সংস্থার সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে এসকেএস স্বীয় মূল্যবোধগুলি বাস্তববতার নিরিখেই মেনে চলে।

তাই- শ্রদ্ধাবোধ, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, ন্যায়পরায়নতা, জেন্ডার সংবেদনশীলতা ও পেশাদারিত্ব- এই ছয়টি মূল্যবোধ সংস্থার মূল শক্তি। পরিকল্পনার কথা বললে বলতে হয় সংস্থার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা যা এ পর্যন্ত ছিল বেশ বাস্তবসম্মত। সংস্থার সিনিয়র ও মিড লেভেলের স্টাফদের সাথে নিয়ে কনসালটেন্ট এর মাধ্যমে কয়েকদিনের ওয়ার্কশপ করে প্রণয়ন করা হয় সঠিক ও বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা। কারণ এসকেএস এ যাবত যে সমস্ত কার্যক্রম হাতে নিয়েছে সে কার্যক্রমের সবগুলিই সফলতার মুখ দেখেছে। ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের অধীনে এ যাবত যতগুলি প্রকল্প হাতে নিয়েছে তার সবগুলিই সুনামের সাথে বাস্তবায়ন করেছে এবং কিছু সম্মাননাও পেয়েছে বিভিন্ন দাতা সংস্থা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে।

সঠিক পরিকল্পনা ও মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে এই সংস্থা সোশ্যাল বিজনেস এর কার্যক্রমের আওতায় যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে তার সবগুলিই আজ ব্র্যান্ড হিসেবে সুনামের সাথে পরিচালিত হচ্ছে। তাই গর্বের সাথে বলা যায় যে, এ পর্যন্ত এসকেএস ফাউন্ডেশন সোশ্যাল বিজনেস সেক্টরের অধীন যতগুলি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে তার সবগুলিই আজ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে একদিকে যেমন মানুষের সেবা নিশ্চিত করতে পেরেছে তেমনি সংস্থাকে দিনে দিনে নিয়ে গেছে ইপ্সিত উচ্চতায়। আমাদের এই গাইবান্ধাকে একটি অনুন্নত জেলা হিসেবেই সকলেই জানে। সেই অবস্থান থেকে এসকেএস গাইবান্ধাকে নিয়ে গেছে এক অনন্য উচ্চতায়। গাইবান্ধা শহর থেকে প্রায় তিন-চার কিলোমিটার দক্ষিণে কলেজ রোডের রাধাকৃষ্ণপুরে এসকেএস ইন্-এর নাম আজ সবার পরিচিত। ২০১৬ সালে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠনের নাম আজ শুধু গাইবান্ধাতেই নয় বরং গোটা দেশেই সুনামের সাথে পরিচিতি লাভ করেছে। এসকেএস প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই অফিসিয়াল কার্যক্রম বাড়তে থাকে ফলে ঢাকা বা দুরের জেলা থেকে গাইবান্ধায় কোনো মিটিং এ জয়েন করতে আবাসিক কোনো মানসম্মত হোটেল বা মোটেল ছিলো না।

এসকেএস ইন্ তৈরি হবার পর শুধুই আবাসিক সংকট দুর হয়নি বরং বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, মিটিংসহ বড় ধরনের কোনো পার্টির আয়োজন করতে চাইলে মানুষ এখন এসকেএস ইন-এ আয়োজন করে। খাবারের মান নিশ্চিত করার পাশাপাশি এখানে রয়েছে ফোরস্টার মানের কয়েকটি চারতলা বিশিষ্ট অত্যাধুনিক মডেলের বিল্ডিং-এ অবাসিক সুবিধা। এছাও রয়েছে সুবিশাল লেক এবং লেকের ধার ঘেসে অনেকগুলি কটেজ সাথে অছে সুইমিং পুল, জিম, সবুজের সমারোহে এবং প্রাকৃতিক মনোরম পরিবেশে শিশুদের খেলার জোন, জানা-অজানা অনেক ফলের গাছের সমন্বয়ে ফলবাগান এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের পরিপূর্ণতা নিয়ে আজ অবধি সুনাম কুড়িয়ে আসছে এসকেএস ইন্। এসকেএস ইন-এর ক্যাম্পাসেই অবস্থিত গাইবান্ধার একমাত্র কমিউনিটি রেডিও 'রেডিও সারাবেলা'। ২০১৬ সালে প্রতিষ্ঠিত রেডিও সারাবেলা এলাকার স্বাস্থ্য, কৃষি, নারী অধিকার, মানবাধিকার, শিশু অধিকার, বিভিন্ন নাটিকা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষের অংশগ্রহণে রেডিও সারাবেলার তুলনা নাই।

গণমাধ্যম হিসেবে ২০০৮ সাল থেকে যাত্রা শুরু করে দৈনিক মাধুকর যা এসকেএস ফাউন্ডেশনের আরেকটি প্রতিষ্ঠান। ফুল ডিমাই সাইজের কালার পত্রিকা গাইবান্ধায় প্রথম এবং পেশাদারিত্বের দিক থেকে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশে অবিচল। এই পত্রিকা গাইবান্ধা জেলার বাইরেও (৪র্থ পৃষ্ঠায়)

দৈনিক মাধুকর
news portal: www.madhukar.news
www.emadhukar.com

স্বপ্নসারথিঃ এসকেএস ফাউন্ডেশন

বাহারাম খান

১৯৮৭ সালের ১লা ডিসেম্বর গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলার ছোট্ট একটি গ্রাম ভরতখালীতে জন্ম নেয়া সমাজ কল্যাণ সংস্থা (এসকেএস) আজ জাতীয় পর্যায়ে বে-সরকারি উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে উন্নয়ন ও ইতিবাচক পরিবর্তনের দ্যুতি ছড়াচ্ছে।

বাংলাদেশের আর দশটি গ্রামের মতোই ভরতখালী গ্রাম। যেখানে ছিলোনা কোন আধুনিক সভ্যতার ছোঁয়া, অনুন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা, অপ্রতুল যোগাযোগ ব্যবস্থা, ধর্মীয় গোঁড়ামি, যমুনা নদী বিধৌত চরাঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত জনপদ। সমাজের বিত্তশালীদের হাতে সকল দিক থেকে শোষিত-বঞ্চিত সাধারণ মানুষ। সংখ্যালঘু পরিবারগুলোর উপর প্রতিনিয়ত চলতো জুলুম, অত্যাচার। সমাজের কতিপয় সুবিধাবাদি প্রভাবশালীদের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপরেই নির্ধারিত হতো দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত, নদীভাঙ্গনে সর্বস্ব হারানো খেটে খাওয়া মানুষের ভাগ্য। এরকম একটি চরম বাস্তবতায়, সমাজের নানাবিধ অসঙ্গতি, স্বেচ্ছাচারিতা, অনিয়ম, দুর্নীতি, দূর্বলের উপর সবলের নিপীড়ন-নির্যাতনের প্রতিবাদ করার প্রত্যয়ে গঠিত হলো একটি সামাজিক সংগঠন সমাজ কল্যাণ সংস্থা (এসকেএস)।

রাসেল আহম্মেদ লিটন এর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাকালীন ছিলোনা কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্যেশ্য। সমমনা কিছু সমবয়সী মানুষ একত্রিত হয়ে সমাজের সকল প্রকার অনিয়ম বন্ধ করাই যেন ছিলো এ সংগঠনের একমাত্র লক্ষ্য । যাকে বলা যায় ”ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো” প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে অনেক বিপদ সংকুল পথ পাড়ি দিতে হয়েছে এ সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতাদের। সমাজের স্বার্থবাদী মানুষের স্বার্থে আঘাত লাগায় কারণে অকারণে নানাবিধ ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হতো প্রতিষ্ঠাকালীন যোদ্ধাদের। তাদের অভিভাবকদের কাছে সব সময় মিথ্যা নালিশ জানিয়ে পারিবারিকভাবে হেনেস্থা করতেও দ্বিধাবোধ করেনি সেইসব সুবিধাবাদিরা। সমাজের সুবিধাবাদি মুরুব্বিদের মিথ্যা অভিযোগের কারণে পারিবার থেকে বের করে দেয়ার মতো যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে।

সকল বাধা অতিক্রম করে,
এলাকাবাসীর অকুন্ঠ সমর্থন ও ভালোবাসা নিয়ে তিলে তিলে গড়ে উঠেছে এ সংগঠনটি। সামাজিক পরিসীমার বাইরে নিজেদের পরিচিত, প্রতিষ্ঠিত এবং এলাকার দরিদ্র, নদী ভাঙ্গন কবলিত, চরাঞ্চলে মানুষের জন্য উন্নয়নের প্রত্যাশায় ছোট্ট এ সংগঠনটি বৃহৎ পরিসরে কাজ করার লক্ষ্যে ১৯৯১ সালে সমাজ সেবা অধিদপ্তরের অধীনে নিবন্ধিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৭ সালে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো'র নিবন্ধন লাভ করে সংস্থাটি। দরিদ্র-হতদরিদ্র মানুষের মাঝে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেশন অথরিটি (এমআরএ) কর্তৃক নিবন্ধন লাভ করে ২০০৭ সালে। ২০০৮ সালে জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানী কর্তৃত নিবন্ধিত হয় এবং সংস্থার নামকরনে ছোট্ট সংশোধন আসে যা আজকের -এসকেএস ফাউন্ডেশন" ।

নিবন্ধিত সংস্থার সফল নিবন্ধনের প্রেক্ষিতে জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক দাতা সংস্থা সমূহের সাথে অংশীদারিত্বের সাথে এসকেএস ফাউন্ডেশন সমাজের পিছিয়ে পড়া বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের উন্নয়নে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের সুযোগ পেয়েছে যা এখনও অব্যাহত রয়েছে। এসকেএস ফাউন্ডেশন সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করে থাকে অংশীদারিত্বকে এবং সেই সাথে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা। এসকেএস ফাউন্ডেশন সকল ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে প্রকল্প/ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে। একটি কর্মসূচি বাস্তবায়নকালীন এসকেএস ফাউন্ডেশন সর্বোচ্চ জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে দাতা সংস্থা, বিভিন্ন ষ্টেকহোল্ডার, অংশীজন, উপকারভোগী, সরকারি দপ্তর, বে-সরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহের সাথে।

এসকেএস ফাউন্ডেশন সকল কাজে সংস্থার মৌলিক মূল্যবোধকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। মৌলিক মূল্যবোধ সমূহ হলো:
ক) শ্রদ্ধাবোধ
খ) জবাবদিহিতা
গ) জেন্ডার সংবেদনশীলতা
ঘ) ন্যায়পরায়ণতা
ঙ) স্বচ্ছতা
চ) পেশাদারিত্ব

এসকেএস ফাউন্ডেশন-এর একটি শ্লোগান লালন করে-"টেকসই পরিবর্তনের লক্ষ্যে অদম্য"। একটি দারিদ্রমুক্ত সমাজ, যেখানে প্রত্যেকেই সম্পদের অংশীদার এবং বাক স্বাধীনতা, মর্যাদা ও ন্যায্যতার সঙ্গে বসবাস করে। এই স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে সকল স্তরের কর্মী, শুভাকাঙ্খী, অংশীজনদের সাথে নিয়ে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে এসকেএস ফাউন্ডেশন।

এসকেএস ফাউন্ডেশন এর একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য: দারিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠির বিপদাপন্নতা হ্রাস, ক্ষমতায়ন এবং উন্নয়নের সুযোগ ও সম্পদে অংশীদারিত্ব নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তাদের জীবন ও জীবিকার উন্নয়নে সহায়তা করে। একটি টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এসকেএস ফাউন্ডেশন স্থানীয় সরকারসহ সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে, বেসরকারী খাত এনজিও, সংশ্লিষ্ট নেটওয়ার্ক এবং দাতা সংস্থার সাথে সহযোগিতামূলক সম্পর্কেও মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করে।

উপরোক্ত স্বপ্ন ও লক্ষ্য বাস্তবায়নে এসকেএস ফাউন্ডেশন ১৯৯০ সাল হতে অদ্যাবধি জাতীয়, আর্ন্তজাতিক ও সরকারের সাথে পারস্পরিক অংশীদরিত্বের মাধ্যমে দেশব্যাপী বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এসকেএস ফাউন্ডেশন এর লক্ষ্যের সাথে একীভূত হয়ে দারিদ্র নিরসন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টি, পরিবার কল্যাণ, নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ণ, পরিবেশ সুরক্ষা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নেতিবাচক প্রভাব মোকবেলা, কৃষি ক্ষেত্রে কারিগরী শিক্ষা বিনিময়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে কারিগরী শিক্ষা সম্প্রসারণ, দক্ষ মানবসম্পদ গঠন, সমাজের পিছিয়েপড়া মানুষদেরকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় অন্তরভূক্তকরণ, বিশেষ চাহিদা সম্পন্নদের সহায়তা ও অগ্রাধিকার সর্বোপরি সমাজের সকল শ্রেণিপেশার মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে দেশী বিদেশী, সরকারি অনেক সংস্থা সহায়তা প্রদান করেছেন এবং এখনও তা অব্যাহত রয়েছে। এসকেএস ফাউন্ডেশনকে সার্বিক সহায়তা দিয়ে যে সকল প্রতিষ্ঠান শুরু থেকে আজ পর্যন্ত সহায়তা দিয়ে জাতীয় পর্যায়ে পরিচিত করেছে সে সকল সংস্থা হলো:

আন্ধেরি হিলফে, বন-জার্মানি, এ্যাকশন এইড বাংলাদেশ, কেয়ার বাংলাদেশ, কমিউনিটি লিগ্যাল সার্ভিসেস (সিএলএস), ম্যাক্সওয়েল স্ট্যাম্প, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, অক্সফ্যাম, ওয়াটার এইড বাংলাদেশ, সুইস কন্টাক বাংলাদেশ, ব্র্যাক, জার্মান টেলিকম ট্রাস্ট, হেলভেটাস সুইস ইন্টারকর্পোরেশন, টিডিএইচ নেদারল্যান্ড, ভিএসও বাংলাদেশ, উসাপ বাংলাদেশ, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল, এ্যামব্যাসি অব জাপান ইন বাংলাদেশ, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন, অনুকুল ফাউন্ডেশন, ইডকল, বাংলাদেশ ব্যাংক, সাউথ ইস্ট ব্যাংক, মিড ল্যান্ড ব্যাংক, মিউচ্যুয়াল ট্রাষ্ট ব্যাংক, ব্র্যাক ব্যাংক, এশিয়ান কোয়ালিশন ফর হাউজিং রাইট্স, ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম, সেভ দ্য চিলড্রেন-বাংলাদেশ, বিশ্ব ব্যাংক, এনআরবিসি ব্যাংক, বিল এন্ড মিলিন্ডা গেট্স ফাউন্ডেশন, মুসলিম এইড। বর্ণিত সহায়তাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে পারস্পরিক অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে এসকেএস ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের ৮টি বিভাগে ২৯টি জেলার ১৬৫টি উপজেলায় বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ড সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করছে।

এসকেএস ফাউন্ডেশনের আর একটি উল্লেখযোগ্য শক্তিশালী দিক হলো দক্ষ ও কমিটেড জনবল। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের কর্মসূচি বাস্তবায়নে মোট ৩৪৫৯ জন (নারী-৯২৫, পুরুষ-২৫৩৪) দক্ষ মানব সম্পদের মাধ্যমে ২০৩৭৫৫৮ অংশিজনদের গুণগত মান সম্পন্ন সহায়তা দানের মাধ্যমে কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে।
এসকেএস ফাউন্ডেশন চারটি সেক্টরে বিভাজিত করে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সেক্টরসমূহ:
১) সামাজিক বৈষম্য বিচ্ছিন্নতা ও দুর্বল শাসন ব্যবস্থা যার ফলে দরিদ্র ও নিরীহ জনগোষ্ঠী সর্বদা বঞ্চনার শিকার হয়, তা নিরসন এর রক্ষ্যে সামাজিক ক্ষমতায়ন সেক্টর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
২) দরিদ্র এবং প্রান্তিক দল ও সদস্য যারা নানাবিধ সমস্যায় জীবিকা নির্বাহ করে তাদের আয়ের সুরক্ষা এবং অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সেক্টর এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
৩) অধিক ঝুঁকিপূর্ণ কমিউনিটিকে গুরুত্ব দিয়ে পরিবেশ দূষন, জলবায় পরিবর্তন ও দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কল্পে পরিবেশ ন্যায্যতা সেক্টর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
৪) স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ অন্যান্য মৌলিক সেবা খাতসমূহে মানুষের যৌক্তিক অংশগ্রহণ ও সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরনে সামাজিক উদ্যোগ সেক্টর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

সামাজিক উদ্যোগ সেক্টর এর মাধ্যমে পরিচালিত সেবাসমূহ মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরনে বিশেষ ভুমিকা পালন করছে। এ উদ্যোগ সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: এসকেএস হাসপাতাল, এসকেএস স্কুল এন্ড কলেজ, এসকেএস ইন্, রেডিও সারাবেলা, দৈনিক মাধুকর, এসকেএস প্রিন্টার্স, নূতনকুড়িঁ বিদ্যাপিঠ, এসকেএস রিসোর্স সেন্টার, এসকেএস আই হসপিটাল।

এসকেএস ফাউন্ডেশন উন্নয়ন ও উন্নয়নের অংশীদার হিসেবে শক্তিশালী অবদান রাখার জন্য বেশকিছু নেটওয়ার্ক এর সাথে যুক্ত হয়ে প্রান্তিক পর্যায়ের সমস্যা, সম্ভাবনা, সুযোগ, চ্যালেঞ্জ জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে জানানোর জন্য সচেষ্ট রয়েছে। উল্লেখযোগ্য নেটওয়ার্ক সমূহ হলো:

এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম ডেভেলপমেন্ট (এএলআরডি), এসোসিয়েশন অব ডেভেলপমেন্ট এজেন্সিস ইন বাংলাদেশ (এডাব), বাংলাদেশ কান্ট্রি কো-অর্ডিনেশন মেকানিজম (বিসিসিএম), বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ (বামাসপ), বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম, বাংলাদেশ আরবান ফোরাম, চর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার, সিটিজেন প্লাটফর্ম ফর এসডিজি'স বাংলাদেশ, ক্রেডিট এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম, সিএসএ ফর এসএউএন, ডিজাষ্টার ফোরাম বাংলাদেশ, ফেডারেশন অব এনজিও'স ইন বাংলাদেশ (এফএনবি), ফ্রেশ ওয়াটার এ্যাকশন নেটওয়ার্ক সাউথ এশিয়া-বাংলাদেশ (ফানসাবিডি), এফএসএম নেটওয়ার্ক, জিবিভি আইই নেটওয়ার্ক, ইন্সটিটিউট অব মাইক্রোফিন্যান্স, ইন্টারন্যাশনাল নেটওয়ার্ক ফর অল্টারনেটিভ ফাইন্যান্সিং (ইনাফি) লোকালাইজেশন টেকনিক্যাল ওয়ার্কিং গ্রুপ, ন্যাশনাল চর এলায়েন্স, ন্যাশনাল এলায়েন্স অব হিউম্যানটেরিয়ান এর্ক্টস ইন বাংলাদেশ (নাহাব), নেটওয়ার্ক ফর ইনফরমেশন রেসপন্স এন্ড প্রিপার্ডনেস একটিভিটিস অন ডিজাসটার (নিরাপদ) সহ আরো অনেক।

একজন স্বপ্নবাজ মানুষ রাসেল আহম্মেদ লিটন, যার হাতের ছোঁয়ায়, নিরবচ্ছিন্ন কর্মতৎপরতায় গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলার এক অচেনা প্রত্যন্ত পাড়াগাঁ ভরতখালী থেকে ১৯৮৭ সালের ১ ডিসেম্বর যে স্বপ্নবীজ রোপিত হয়েছিলো তা আজ জাতীয় পর্যায়ের একটি ফুলে ফলে সুশোভিত ও ছায়াদানকারী এক বৃক্ষ হিসেবে দাড়িয়ে আছে স্ব-মহিমায়। এসকেএস ফাউন্ডেশন, যার মাধ্যমে দেশব্যাপী হাজারো মানুষ কাজের সুযোগ পেয়েছে ও দারিদ্রসীমার নীচে অবস্থানকারী লক্ষ লক্ষ পরিবার দারিদ্র্যকে জয় করতে সাহসী হচ্ছে, নতুন করে বেচেঁ থাকার স্বপ্ন দেখছে প্রতিদিন। জয়তু এসকেএস ফাউন্ডেশন।
সমন্বয়কারী, এসকেএস ফাউন্ডেশন

বাংলাদেশের উন্নয়নে বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা

সাহা দীপক কুমার

দক্ষিণ এশিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ ব-দ্বীপ দেশ বাংলাদেশ। রাজনৈতিক ও ভৌগলিক কারণে দেশটি গুরুত্বপূর্ণ। তবে, দেশটি মারাত্মক ঘনবসতিপূর্ণ এবং নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। দেশের মোট জনসংখ্যা প্রায় ১৭ কোটি। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১৩৬০ জন। এটি বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলির অন্যতম। দেশের প্রায় ১৮.৭% মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অপ্রতুল স্বাস্থ্যসেবা, নারী ও শিশু অধিকার রক্ষায় অনীহা, পরিবেশ বিপর্যয় ইত্যাদি সমস্যায় জর্জরিত দেশটি। সরকার দারিদ্র্য দূরীকরণ, শিক্ষার উন্নতি, স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন, নারী ও শিশু অধিকার রক্ষা, পরিবেশ রক্ষা ইত্যাদি সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। তবে, এই সমস্যাগুলি সমাধান করা খুব সহজ নয়।এই সমস্যা সমাধানে সরকারের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে এনজিও এবং উন্নয়ন সংস্থাগুলো।

বাংলাদেশে এনজিওগুলোর যাত্রা শুরু হয়েছিল দারিদ্র দূরীকরণ ও মানুষের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে। মূলত দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম পরবর্তী সময়ে যুদ্ধবিদ্ধস্ত দেশের দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত, ক্ষুধা পিড়িত মানুষের জীবন রক্ষায় বাংলাদেশে এনজিওগুলো কাজ শুরু করে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের পর দেশ বিরাট সামাজিক ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। সেই প্রেক্ষাপটে মানবিক সাহায্য, দারিদ্র্য দূরীকরণ, শিক্ষার প্রসার এবং সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে কাজ করার জন্য এনজিওগুলো আত্মপ্রকাশ করে।
গত কয়েক দশকে দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে তথা ইতিবাচক পরিবর্তনে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। বিগত কয়েক দশকে দারিদ্র্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং নারীর ক্ষমতায়নে লক্ষ্যনীয় পরিবর্তন ঘটেছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগগুলোকে এগিয়ে নিতে এনজিওগুলো সরকারের সাথে কাজ করছে এবং এ সকল উদ্যোগকে সফল করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

সময়ের সাথে সাথে, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোর ভূমিকা আরও বিস্তৃতি লাভ করে। তাদের কর্মসূচিতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ক্ষুদ্রঋণ এবং পরিবেশ ইত্যাদি, বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়ন বিষয় যুক্ত হয়। বস্তুত, এনজিওগুলোর এগিয়ে আসাকে জনগণকে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের সীমাবদ্ধতার ফলশ্রুতি হিসেবে দেখা যেতে পারে। অর্থাৎ রাস্ট্র জনগণের বিশেষ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণে সম্পূর্ণ সক্ষম নয়।

দেশের দারিদ্র্য দূরীকরণে এনজিওগুলোর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের অন্যতম হল ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম। ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি নারীদের অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতায়নে সহায়তা করছে। এনজিও পরিচালিত কর্মসূচিগুলো মানুষকে দারিদ্র্যচক্র থেকে বেরিয়ে আসতে সহায়তা করছে। সামগ্রিকভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন হচ্ছে, যেমন নারীর অর্থনৈতিক তথা উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে। এনজিওগুলোর এসকল উদ্যোগ পরিবার এবং জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত ক্ষমতা কাঠামোকে পরিবর্তন করেছে।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনের পাশাপাশি, শিক্ষার ক্ষেত্রেও এনজিওগুলোর অবদান গুরুত্বপূর্ণ। সরকারের পক্ষে দেশের সকল জনগোষ্ঠীর, বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া এলাকাসমূহে শিক্ষার চাহিদা পূরণ করা সম্ভব ছিল না। এনজিওগুলো স্কুল প্রতিষ্ঠা, বৃত্তি প্রদান এবং নতুন শিক্ষা-কর্মসূচি পরিচালনার মাধ্যমে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধিতে ব্যাপক ভুমিকা পালন করেছে। ফলে সাক্ষরতার হার ও স্কুলে ভর্তি হার উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে, বিশেষ করে মেয়েদের স্কুলে ভর্তি হার। শিক্ষার বিস্তৃতিতে সামাজিক গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মানুষকে তাদের প্রাপ্য অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে উদ্বুদ্ধ করেছে। শিক্ষার সাথে সাথে স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। বিশেষকরে মাতৃ ও শিশু মৃত্যুহার, অপুষ্টি এবং সংক্রামক রোগের উচ্চ হার হ্রাসে এনজিওগুলোর ভূমিকা প্রশংসনীয়।

প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, টিকাদান এবং স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা, পানি ও স্যানিটেশন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করে বিদ্যমান সমস্যাগুলো সমাধানে কাজ করেছে। গড় আয়ু বৃদ্ধি ও শিশু মৃত্যুহার হ্রাসসহ স্বাস্থ্য সূচকগুলোতে ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। এই পদক্ষেপগুলো শুধু ব্যক্তিগত কল্যাণই নিশ্চিত করেনি, বরং সামগ্রিক ভাবে জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নয়ন ও তাদেরকে আত্মবিশ্বাসী হতে সহায়তা করেছে। দারিদ্র্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং নারীর ক্ষমতায়নের মতো সমস্যাগুলো সমাধান করে এনজিওগুলো প্রচলিত সামাজিক কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করছে, এবং দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে অবদান রাখছে।

আমাদের সমাজে যেখানে লিঙ্গ বৈষম্য গভীরভাবে প্রোথিত, এনজিওগুলো নারীর অধিকার, সম্পদে নারীর অধিকার বৃদ্ধি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে কাজ করেছে। ক্ষুদ্রঋণ, শিক্ষা এবং আইনি সহায়তা দিয়ে এনজিওগুলো নারীর জীবনে তাদের নিয়ন্ত্রণ অর্জন এবং তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করেছে। ফলে লিঙ্গ বৈষম্য ও এ জাতীয় বিষয়গুলোতে লক্ষ্যনীয় পরিবর্তন এসেছে, যা পুরুষ আধিপত্যের প্রচলিত ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করেছে। নারীর ক্ষমতায়ন সামগ্রিক সামাজিক উন্নয়নে একটি ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে, কারণ ক্ষমতায়িত নারী তাদের সন্তানদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সামগ্রিক কল্যাণে বেশি বিনিয়োগ করতে প্রস্তুত, যা উন্নয়নের একটি ইতিবাচক ধারা তৈরি করে।

যদিও বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নে এনজিওগুলোর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে, তথাপি তারা বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন যা তাদের কার্যক্রমকে প্রভাবিত করে। প্রধান চ্যালেঞ্জগুলো হলো বিদেশি সহায়তার উপর নির্ভরশীলতা, যা এনজিওগুলোকে দাতাদের অগ্রাধিকার ও অর্থায়নের পরিবর্তন দীর্ঘমেয়াদী পরিকলপনার জন্য বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এই নির্ভরশীলতা প্রকল্পগুলোর টেকসই উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করতে পারে, পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন লক্ষ্যের পরিবর্তে স্বল্পমেয়াদী ফলাফলের প্রতি মনোযোগ দিতে হয়।

এছাড়া, এনজিও খাতের দ্রুত বৃদ্ধির ফলে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে এবং কিছু সংগঠনকে দুর্নীতি এবং জবাবদিহিতার অভাবের অভিযোগের সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই চ্যালেঞ্জগুলো উন্নয়ন কাজের জটিলতাকে প্রতিফলিত করে। বাংলাদেশে এনজিওগুলোর জন্য আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো রাজনৈতিক পরিবেশ। এনজিও ও সরকারের মধ্যে সম্পর্ক প্রায়শই উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে থাকে, যেখানে সরকার কিছু এনজিওকে তার কর্তৃত্বের প্রতি হুমকি হিসেবে দেখে। ফলে নির্দিষ্ট কিছু এনজিওর কার্যক্রমে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়, বিশেষ করে যারা সক্রিয়ভাবে প্রচারণা ও মানবাধিকার বিষয়ে কাজ করে।

যে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এনজিওগুলো কাজ করে, তা তাদের কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানোর ক্ষমতাকে প্রভাবিত করতে পারে। বস্তুত, এনজিও ও রাষ্ট্রের মধ্যে এই মিথস্ক্রিয়া ক্ষমতা, শাসন এবং নাগরিক সমাজের বৃহত্তর সমস্যাগুলোর প্রতিফলন ঘটায় এবং সামাজিক উন্নয়নে আরও সহযোগিতামূলক পদ্ধতির প্রয়োজনিয়তাকে তুলে ধরে।

বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নে এনজিওগুলোর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ, তবে ক্রমবর্ধমান সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট ও বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জের মুখে উন্নয়ন কর্মকা-। যেমন জলবায়ু পরিবর্তন বাংলাদেশের জন্য একটি ভয়ানক হুমকি, এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় এনজিওগুলোকে মূল ভূমিকা পালন করা আবশ্যক। উন্নত দেশগুলির অসহযোগিতার কারণে এনজিওগুলো যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারছে না।

তবে, এ সেক্টও বর্তমানে অনেক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন, যেমন বিদেশি সহায়তার উপর নির্ভরশীলতা, জবাবদিহিতার অভাব সর্বোপরি একটি চ্যালেঞ্জিং রাজনৈতিক পরিবেশ। তবুও এনজিওগুলোকে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নিতে হবে, শক্তিশালী অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে হবে এবং দেশের দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। যাতে এই অগ্রগতি অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই হয়।
সহকারি পরিচালক, এসকেএস ফাউন্ডেশন

অভিজ্ঞতা

‘দুর্গম চরে রাত কাটাতে হয়েছে নৌকায় খেতে হয়েছে নদীর পানি’

মোঃ আবু সাঈদ

৩৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে এসকেএস ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী প্রধান, পরিচালকবৃন্দ, আমার সহকর্মীবৃন্দ এবং এসকেএস পরিবারের সকল সদস্যকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ১৯৮৭ সালে উত্তরবঙ্গের প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপদাপন্ন গাইবান্ধা জেলায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর প্রত্যয় নিয়ে এসকেএস ফাউন্ডেশনের যাত্রা শুরু হয়।

যাত্রার একযুগ পর পরিবারের প্রয়োজনে পড়াশোনা অবস্থায় ১৯৯৯ সালের ১ ফেব্রুয়ারি উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে আমি এসকেএস ফাউন্ডেশনে যোগদান করি। তখন থেকে বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচিতে কাজ করার ধারাবাহিকতায় বর্তমানে আমি হেড অব-এসকেএস এন্টারপ্রাইজ হিসেবে কাজ করে যাচ্ছি।

যা না বললেই নয়, কেয়ার বাংলাদেশের সহযোগিতায় ফ্লাড প্রুফিং প্রজেক্টে সুপারভাইজার হিসেবে গাইবান্ধার ফুলছড়ি উপজেলার এরেন্ডাবাড়ি ইউনিয়নে অবস্থান করে বিভিন্ন চরে কাজ করা শুরু করি। পর্যায়ক্রমে মাইক্রোফাইন্যান্স ও ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণ, টেকসই আর্থিক স্থায়ীত্বশীলতা অর্জন ও সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষের জীবন-মান উন্নয়নে সহযোগি হিসেবে কাজ করেছি।

তখন চরাঞ্চলে কাজ ছিল বেশ চ্যালেঞ্জিং। কখনও বাই-সাইকেলে চেপে, কখনও নৌকায়, কখনও উত্তপ্ত রোদ মাথায় নিয়ে তপ্ত বালুতে, কখনওবা পানিতে নেমে, আবার কখনও হেঁটে এক চর থেকে আরেক চরে কাজ করতে হয়েছে। এখনকার মতো চরাঞ্চলে কোনো হাট-বাজার কিংবা দোকানপাট ছিল না। ছিল না বিশুদ্ধ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবস্থা। এমনও সময় গেছে যখন একাধিক কর্মদিবসে পুরো রাতই নৌকাতে কাটাতে হয়েছে। নৌকাতেই নদীর পানি দিয়ে রান্নাবান্না সেড়ে স্বাদহীন ওইসব খাবারের সাথে নদীর পানিই খেয়ে দিন কাটাতে হয়েছে।

চরাঞ্চলের মানুষ সাধারণত খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ এবং অতিথিপরায়ণ, তবে তারা নতুন যেকোন ধারণা বা প্রস্তাব গ্রহণে কিছুটা উদাসীন ছিল। তখন একজন উন্নয়নকর্মী হিসেবে আমাকে তাদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করতে হয়েছিল। একইসঙ্গে তাদের বিশ্বাস অর্জন করতে হয়েছিল এবং সচেতনতা বৃদ্ধি করতে নিবিড়ভাবে মিশতেও হয়েছিল। এমনও ঘটেছে যে, তাদের সঙ্গেই দিনের পর দিন থাকতে হয়েছে। তাদের নিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান এবং কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হয়েছে।

কিন্তু এখন সময় বদলেছে। সেইসঙ্গে বদলে গেছে চরাঞ্চলের মানুষের জীবনমান। এখন বর্ষা মৌসুমে নৌকায় চেপে এক চর থেকে আরেক চরে যাওয়া যায়। আর শুকনো মৌসুমে ঘোড়ার গাড়ি, মোটরসাইকেলসহ নানান যানবাহন চলছে। অনেক জায়গায় পাকা রাস্তাঘাট হয়েছে। তৈরি হয়েছে অনেক হাট-বাজার। বিদ্যুতের আলোয় আলোকিত হয়েছে অধিকাংশ চরাঞ্চল।

এসকেএস ফাউন্ডেশনে আমার কাজের ধারাবাহিকতায় ২০১৬ সালে এসকেএসের সোস্যাল এন্টারপ্রাইজে সমন্বয়কারী হিসেবে নতুনভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করি। পরবর্তীতে ২০২৩ সালে ৯টি সামাজিক প্রতিষ্ঠান নিয়ে কাজ করা এসকেএস এন্টারপ্রাইজে ‘হেড অব এন্টারপ্রাইজ’ হিসেবে আমাকে পদোন্নতি দেওয়া হয়। এসকেএসের ৩৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে আবারও প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী প্রধান, আমার সহকর্মীবৃন্দ ও এসকেএস পরিবারের সকল্যকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

লেখক: হেড অব এন্টারপ্রাইজ, এসকেএস ফাউন্ডেশন

বাস্তবসম্মত পরিকল্পনায় গড়ে উঠেছে

আঞ্চলিক পত্রিকা হিসেবে বেশ সুনাম অর্জন করে চলেছে। স্থানীয় উন্নয়নের লক্ষ্যে পত্রিকাটি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, নারী অধিকার, মানবাধিকার, শিশু অধিকারসহ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে আরো অগ্রগামী করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলছে। গাইবান্ধার মানুষের আরেকটি চাহিদা ছিলো তা হচ্ছে প্রিন্টিং প্রেস। ২০১৮ সালে যাত্রা শুরু করে এসকেএস প্রিন্টার্স। বড় পত্রিকা প্রিন্ট করা থেকে শুরু করে উন্নতমানের প্রিন্টের জন্য গাইবান্ধার মানুষ একসময় ঢাকা, বগুড়া অথবা রংপুরে যেতো। কিন্তু এসকেএস প্রিন্টার্স প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে এই অঞ্চলের মানুষ এখন আর জেলার বাইরে যায় না। ব্র্যান্ড হিসেবে এসকেএস প্রিন্টার্স বেশ ভালোভাবেই এগিয়ে যাচ্ছে। গাইবান্ধায় বেসরকারি হাসপাতালের মধ্যে এসকেএস হাসপাতালের অবকাঠামো যেমন ঢাকা বা অন্যদেশের সাথে তুলনা করা যায়, তেমনি স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রেও একইভাবে তুলনীয়। ২০১০ সালে প্রতিষ্ঠিত এই হাসপাতালটি প্রথম শ্রেণির একটি মানসম্মত হাসপাতাল হিসেবে গাইবান্ধায় সকলের কাছেই সুপরিচিত। এসকেএস হাসপাতালের প্যাথলজিক্যাল রিপোর্ট ঢাকায় বা রংপুরে এমনকি ভারতের চেন্নাইতে টেস্ট করার পর একই রিপোর্ট চলে আসে, ফলে মানুষের আস্থা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এসকেএস স্কুল অ্যান্ড কলেজ। গাইবান্ধা শহর থেকে কলেজ রোড দিয়ে গিয়ে প্রায় তিন কিলোমিটার পথ অতিক্রম করার পর এসকেএস ফাউণ্ডেশনের প্রধান কার্যালয়ের পাশেই বিশাল ক্যাম্পাস নিয়ে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠান। দক্ষ আর্কিটেক্ট দ্বারা সর্বোচ্চ আধুনিকমানের সুবিশাল নান্দনিক ডিজাইনের বিল্ডিং নিঃসন্দেহে সকলের মন কেড়ে নেবে এক নজরেই। একদিকে সবুজ মাঠের উপর স্কুলের বিশাল সৌন্দর্যমন্ডিত বিল্ডিং এবং আরেক দিকে আরেকটি মাঠ নিয়ে একই বৈশিষ্ট্যের কলেজ বিল্ডিং। যদিও সবমিলে ক্যাম্পাস একটিই। গোটা ক্যাম্পাসে একটিও গাছের পাতা বা কাগজের টুকরা পড়ে থাকতে দেখা যায় না। এই স্কুল অ্যান্ড কলেজের আরেকটি বড় আকর্ষণ হচ্ছে দুর-দুরান্তের ছাত্রদের যাতায়াত করার জন্য রয়েছে ১০-১২টি বাস। ঠিক কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন সবগুলি বাস বের হয়ে বিভিন্ন রুটে চলে যায় তেমনি গাইবান্ধার এসকেএস স্কুল অ্যান্ড কলেজ যেন সেই ইমেজ এনে দিয়েছে গাইবান্ধাবাসীর জন্য। এদিকে লেখাপড়ার মান নিয়ে বলা যায় স্থানীয়ভাবে ভালো ফলাফলের ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় ফলাফল অর্জনকারী দু-চারটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে এসকেএস স্কুল অ্যান্ড কলেজ। এমনিভাবে এসকেএস ফাউন্ডেশনের সোশ্যাল বিজনেস সেক্টরের আওতায় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে সাঘাটা উপজেলার ভরতখালীতে ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত এসকেএস রিসোর্স সেন্টার। এখানেও সাজানো গোছানো রুচিসম্মত সবুজের একদিকে যেমন যমুনা নদীর তীর ঘেঁষে রয়েছে সুবিশাল ক্যাম্পাস তেমনি ক্যাম্পাসে রয়েছে বিভিন্ন ডিজাইনের আধুনিকমানের আবাসন ব্যবস্থা, প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য একাধিক হলরুম ও প্রশিক্ষণার্থীদের মনোরম পরিবেশের আবাসন ব্যবস্থা। এছাড়াও রয়েছে হাঁস-মুরগী-কবুতরের খামার, গরু-ছাগলের খামার এবং বিভিন্ন ফলগাছের সমাহার। ভরতখালীর উপকণ্ঠেই ২০০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নূতনকুঁড়ি বিদ্যাপীঠ। এই প্রতিষ্ঠানটি শুরু থেকেই শিক্ষার মান বজায় রেখে কটেজ মডেলের অনেকগুলি স্কুলঘর স্থাপনের মধ্যদিয়ে এনে দিয়েছে আরেকটি নান্দনিকতার ছোঁয়ার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তাই এসকেএস ফউন্ডেশনের আজ ৩৭ বছর পূর্ণতায় যে সফলতা এসেছে তা এই উত্তর বঙ্গের তথা দেশের মানুষের জন্য প্রেরনার, মানুষের সেবা দানের মধ্যদিয়েই এসকেএস এগিয়েছে. আরও বহুদূর যাওয়ার প্রত্যয়ে কাজ করবে এসকেএস।
লেখকঃ উন্নয়ন কর্মী ও প্রাবন্ধিক